প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশন

অমর্ত্য সেন

এই রচনাটি প্রকাশের জন্য প্রতীচীর অন্যতম গবেষক কুমার রাণার অনুমতি গ্রহণ করা হয়েছে। এই লেখাটি সকলের জ্ঞাতার্থে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন স্থানে বিতরণ করা হয়েছে, যারা পাননি তাদের জন্যই আমরা এটি পুর্নমুদ্রণ করলাম সম্পাদক।

(১০ই নভেম্বর, ২০০১ কোলকাতায় অনুষ্ঠিত একটি সাংবাদিক সম্মেলনে প্রকাশিত The Delivery of Primary Education : Preliminary Findings of Pratichi Bhavan-এর প্রতীচী গবেষক-দল কৃত অনুবাদ)

১. প্রতীচী (ইন্ডিয়া) ট্রাস্ট এবং প্রতীচী ভবন

১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে আমার নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরে ১৯৯৯ সালে এই পুরস্কার থেকে পাওয়া টাকায় প্রতীচী (ইন্ডিয়া) ট্রাস্ট ও প্রতীচী (বাংলাদেশ) ট্রাস্ট গঠন করা হয়।

দুটি ট্রাস্টই সাধারণভাবে নিরক্ষরতা ও অজ্ঞানতা দূরীকরণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সুবিধার অভাব এবং মহিলারা (বিশেষত বালিকারা) যে সমস্ত বিশেষ অসুবিধা ভোগ করেন, সেই সমস্ত বিষয়গুলির উপর কাজ করতে কৃতসংকল্প।

প্রতীচী (ইন্ডিয়া) ট্রাস্ট এই মুহূর্তে অন্তরা দেবসেন (ম্যানেজিং ট্রাস্টি), দীপঙ্কর ঘোষ ও আমাকে নিয়ে গঠিত।

প্রতীচী (বাংলাদেশ) ট্রাস্ট-এর সভাপতি হলেন রহমান শোভন ও অন্যান্য ট্রাস্টিরা হলেন—কামাল হোসেন, ফজল হাসান আবেদ, সুলতানা কামাল এবং মেঘনা গুহঠাকুরতা।

এ পর্যন্ত প্রতীচী (ইন্ডিয়া) ট্রাস্টের কাজ ওড়িশার বন্যায় আক্রান্ত ও গুজরাটের সাম্প্রতিক ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের ত্রাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু প্রতীচী (ইন্ডিয়া) ট্রাস্টের মূল লক্ষ্যগুলির অন্যতম হল ভারতবর্ষে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও বিদ্যালয় শিক্ষার সীমাবদ্ধতার বিদ্ধে পথ ও পাথেয় খুঁজে বার করা। প্রতীচী (ইন্ডিয়া) ট্রাস্ট স্থাপিত প্রতীচী ভবন নির্দিষ্টভাবে এই কাজটাই করবে। এর জন্য আমরা ট্রাস্টের বড় অংশের সম্পদ (যার মধ্যে আছে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত একটি নিধি, যা নোবেল পুরস্কারের থেকে পাওয়া অর্থভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে) নিয়োজিত করতে চাই।

বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ প্রতীচী (ইন্ডিয়া) ট্রাস্টকে খানিকটা জমি বিনামূল্যে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই জমি পাওয়ার পরেই প্রতীচী ভবন একটি সুসংবদ্ধ কেন্দ্র হিসেবে কাজ শু করবে। জমিটি পাওয়ার অপেক্ষায় (বলা ভাল, ধৈর্যপূর্বক) থাকার সঙ্গে সঙ্গে গত মে মাস থেকে শান্তিনিকেতনে ছোট একটি ভাড়া করা ঘর থেকে আমরা অস্থায়ীরূপে কাজ শু করেছি।

তিনজন গবেষক (কুমার রাণা, আবদুর রফিক এবং অমৃতা সেনগুপ্ত) আমার সঙ্গী হিসেবে (একটি উপদেষ্টামণ্ডলীর সহায়তায়)১ কাজ করছেন। এই কাজেরই কিছু প্রাথমিক ফলাফল আমি এখানে তুলে ধরছি। শীঘ্রই আমাদের গবেষণার বিস্তারিত "প্রথম প্রতিবেদন" প্রকাশিত হবে।

২. গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু

ভারতবর্ষের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা নানারকম অভাব থেকে পীড়িত২ যার মধ্যে আর্থিক অভাবটিই হল প্রধান। প্রয়োজনের তুলনায় ইস্কুলের সংখ্যা অত্যন্ত কম এবং যেগুলি রয়েছে সেগুলিতে প্রাপ্ত সুবিধাগুলিরও নানান সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য সমস্যা আছে। একটি প্রধানতম বাধা হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির দুর্বল সাংগঠনিক ব্যবস্থা। বিদ্যালয়গুলির পরিচালনায় প্রায়শই দক্ষতাহীনতা নজরে আসে। বিদ্যালয় পরিচালনার দক্ষতা বৃদ্ধি একটি প্রধান বিষয় এবং অবিলম্বে এই বিষয়টি উপর নজর দেওয়া উচিত। অন্য একটি বড় সমস্যা হচ্ছে বিদ্যালয় ব্যবস্থায় সমতা প্রতিষ্ঠা করা ও নিরক্ষর পরিবারগুলি থেকে আসা শিক্ষার্থীদের একটি সহানুভূতিশীল ও সুবিচারসম্পন্ন ব্যবস্থার মধ্যে টেনে আনা।

প্রাথমিক স্তরে আমরা পশ্চিমবঙ্গেই কাজ শু করেছি। প্রাথমিক শিক্ষার অধিকতর প্রসার লাভের জন্য পশ্চিম বাংলা ইতিমধ্যেই দৃঢ়তার সঙ্গে বিভিন্ন উদ্ভাবনী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শিশু শিক্ষার কর্মসূচী, বিশেষভাবে এর একটি অন্যতম প্রয়াস।

ইতিপূর্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রামীণ পুনর্গঠনের কাজে বিশেষত ভূমিসংস্কার ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে গুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় পরিচালনার এই অভিজ্ঞতা কেবলমাত্র ঐ রাজ্যের নীতি নির্ধারণের জন্যই কার্যকরী হবে তা-ই নয়, অন্যান্য রাজ্যও তার থেকে উপকৃত হবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে কেবলমাত্র যে সুফলগুলি পাওয়া গেছে তার আলোচনাই শুধুমাত্র নয়, বরং কোন কোন বিষয়গুলি প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে ও বিভিন্ন পদক্ষেপ ও আয়োজনগুলিকে কম ফলপ্রসূ করে তুলছে সে কথা মনে রেখে আমরা সমস্যাগুলিকে চিহ্নিতকরণ ও তাদের সম্ভাব্য সমাধানের সূত্রগুলি অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছি। আমাদের পরবর্তী কাজগুলিতে এই ফলাফল ও প্রস্তাবগুলির পুনর্নিরীক্ষণ করা হবে।

প্রাথমিকভাবে আমরা পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, মেদিনীপুর এবং পুলিয়া জেলায় আমাদের গবেষণার কাজ কেন্দ্রীভূত রেখেছি। জেলাগুলিতে নিরপেক্ষভাবে নির্বাচিত ছয়টি ব্লক থেকে বিদ্যালয়গুলি নির্বাচন করা হয়েছে। সব মিলিয়ে ১৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১৭টি শিশু শিক্ষাকেন্দ্র সমীক্ষা করা হয়েছে (বীরভূমে ৫টি শিশু শিক্ষাকেন্দ্র সমীক্ষা করা গেছে)। যদিও সাধারণভাবে এই সমীক্ষা তিনটি জেলায় সীমাবদ্ধ তবু এর ফলাফল শুধুমাত্র এই জেলাগুলির ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট নয়, সারা রাজ্যের ক্ষেত্রেই ইঙ্গিতপূর্ণ। ব্লকগুলি আমরা নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন করলেও গ্রামগুলি নির্বাচনের ক্ষেত্রে কাজ করার সুবিধার জন্য আমরা কিছু স্বাধীনতা অবল ম্বন করেছি। তিনটি জেলা থেকে আমাদের প্রাপ্ত তথ্যগুলির সমধর্মিতা সমস্যাটির সার্বজনীনতাকে প্রমাণিত করে এরকম কথা বলা যায়। সঙ্গে সঙ্গে সমীক্ষাটি যে প্রতিনিধিত্বমূলক নয়, সে বিষয়টিও আমরা সাবধানতার সঙ্গে মাথায় রেখেছি।

সমীক্ষার গুত্বপূর্ণ গবেষণালব্ধ নির্দিষ্ট তথ্যগুলি আলোচনা করার আগে এটি উল্লেখ করা দরকার যে প্রাথমিক শিক্ষার আর্থিক সংকটের দিকটি স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত এটিকে দূর করা সম্ভব হয়নি। সাম্প্রতিক কালে সরকারী কর্মচারীদের বেতন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে (ব্যাপক কৃষি ও শিল্প শ্রমিকদের সুদূর পিছনে ফেলে দিয়ে)। সরকারী কর্মচারীদের পাশাপাশি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন সারা ভারত জুড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বর্তমানে ৫,০০০ টাকা থেকে ১০,০০০ টাকা বেতন পান (বাড়িভাড়াভাতা ও মহার্ঘভাতা সহ)। একদিক থেকে দেখতে গেলে এটি একটি অত্যন্ত অ ানন্দের খবর (আজ থেকে ৫০ বছর আগে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র থাকার সময়, ব্যক্তিগতভাবে, আমি বিদ্যালয় শিক্ষকদের বেতন বাড়াবার দাবির আন্দে ালনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম)। কিন্তু এর ফলে অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা ব্যয়বহুল হওয়ার দন যারা আজও এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত সেইরকম বহু শিশুকে বিদ্য ালয় শিক্ষার আওতায় আনা যাচ্ছে না।

এই বেতন বাড়ার আরেকটি সম্ভাব্য বিপদ হল যে, শিক্ষকদের এই অর্থনৈতিক উন্নতি, শিক্ষক ও কম সুবিধাপ্রাপ্ত গরিব ছাত্রদের মধ্যে শ্রেণী বৈষম্যকে আরো প্রকট করে তুলতে সাহায্য করবে, যদি না এটিকে বিশেষভাবে আমরা গুত্ব দিই। এই প্রসঙ্গে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় যে, তুলনামূলকভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন এবং শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের সহায়িকাদের বেতন (মাসে মাত্র ১০,০০০ টাকা)-এর চেয়ে বহুগুণ বেশি।

এত অল্প বেতনেও শিশু শিক্ষাকেন্দ্রগুলি অনেক বেশি যোগ্য এবং নিবেদিত সহায়িকাদের আনতে সক্ষম হয়েছে, যারা অন্তত কিছু ক্ষেত্রে এই নিম্নবর্গ শিশুদের স াথে অনেক বেশি ঘনিষ্ট।

বেতনবৃদ্ধিতে আদিত হওয়ার পাশাপাশি সাধারণভাবে প্রাথমিক শিক্ষার আগ্রহ বৃদ্ধি করাও বিশেষভাবে পশ্চাদপদ গোষ্ঠীর শিশুদের বেশি বেশি করে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

বর্তমান শ্রেণী কাঠামোতে (বিশেষভাবে গ্রামীণ সমাজে) প্রাথমিক শিক্ষকদের অবস্থানের কথা মাথায় রেখে তাঁদের কাছ থেকে কতখানি আশা করা যায় এটি দেখা বিশেষ গুত্বপূর্ণ—আমাদের দেশের সুদূর-প্রোথিত শ্রেণী বিভাজনের বেড়া ভেঙে পশ্চাদপদ শ্রেণীর থেকে আসা শিশুদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে তাদের বিশেষ দায়িত্ব কীভাবে পালিত হতে পারে।

৩. সন্তুষ্টির কারণসমূহ

আমাদের সমীক্ষায় সন্তুষ্টির অনেকগুলি কারণ ধরা পড়েছে।

প্রথমত দরিদ্র ও নিরক্ষর পিতামাতাদের শিক্ষার প্রতি বহুচর্চিত অনীহার বিপরীতে আমাদের সমীক্ষায় তাঁদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি প্রবল আগ্রহ দেখতে প াওয়া গেছে। শতকরা ৯৬ ভাগ উত্তরদাতা / অভিভাবক তাদের ছেলেদের এবং শতকরা ৮২ ভাগ উত্তরদাতা / অভিভাবক তাঁদের মেয়েদের লেখাপড়া করাতে চ ান । শতকরা ৮৪ ভাগ উত্তরদাতা / অভিভাবক জানান যে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত এবং কেউই এর বিদ্ধে কোনো মতামত পোষণ করেননি। যদিও কেউ কেউ সঠিকভাবে এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে পারেননি।৩

দ্বিতীয়ত জাতীয় নমুনা সমীক্ষা ও আদমসুমারি ২০০১-এর তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে আমাদের সমীক্ষা অনুসন্ধান করেছে যে বেশ কিছু নতুন প্রাথমিক বিদ্য ালয় ও শিশু শিক্ষাকেন্দ্র গঠন করা হয়েছে। এটি প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগের প্রসারিত হওয়ার কথা প্রমাণিত করে। সমস্যাটি অচলায়তনের নয়।

তৃতীয়ত আমাদের সমীক্ষার সময় বহু অভিভাবক ও গ্রামবাসী সাধারণভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনার ব্যর্থতা এবং বিশেষভাবে শিক্ষকদের দায়িত্বজ্ঞ

ানহীনতা সম্পর্কে অভিযোগ করলেও বেশ কিছু নিষ্ঠাবান শিক্ষকদের সাথে আমাদের পরিচয় হয়েছে যাঁরা তাঁদের কাজের প্রতি দায়বদ্ধ এবং বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে নতুন পথ ও পাথেয় খুঁজতে আগ্রহী। শিক্ষকদের এই প্রতিবদ্ধতা অন্যান্যদের মধ্যেও সম্প্রসারিত করে এবং শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে একটি সুসম্পর্ক গড়ে তুলে প্রতিবদ্ধতা ও সুনামের এই ভাণ্ডারটিকে চমৎকারভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে।

চতুর্থত শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে সহায়িকাদের প্রতিবদ্ধতা প্রায়শই উচ্চপ্রশংসিত। শিশুদের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে এঁদের ঘনিষ্ঠতা পারিবারিক সম্পর্কের মতোই।

ভিন্ন ভিন্ন উৎস থেকে আসা ছাত্রদের মধ্যে যত্ন নিয়ে শিক্ষাদানের পরিবেশ তৈরি করা এবং এই কাজে এতদিন পর্যন্ত অবহেলিত এবং অব্যবহৃত একটি সম্পদের ছ্তন্দ্বব্দপ্সত্তুজন্তুন্দ্বগ্ন কাছ থেকে চমৎকারভাবে অত্যন্ত কম খরচে কাজ করিয়ে নেওয়াতে শিশু শিক্ষাকেন্দ্রগুলি সফল হয়েছে। এটা প্রমাণিত যে এই উদ্ভাবনী প্রয়াস ইতিমধ্যেই ফলপ্রসূ। যদিও প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের সম্পর্কটিকে বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করা দরকার।

৪. সমস্যা ও ত্রুটিসমূহ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কিছু আশাব্যঞ্জক দিক পাওয়া গেলেও সামগ্রিক চিত্রটি অত্যন্ত বিরক্তিসূচক।

প্রথমত শতকরা মাত্র ৪১ ভাগ অভিভাবক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাজে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটি কিছু বেশি ৫৪ ভাগ। এই সংখ্যাটিও সন্তোষজনক নয়। সন্তোষ প্রকাশ করেননি এমন উত্তরদাতাদের মধ্যে অনেকাংশই দৃঢ়ভাবে তাঁদের অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের সহায়িকাদের কাজে দৃঢ়তার সঙ্গে অসন্তোষ প্রকাশ করেন এমন অভিভাবকদের সংখ্যাটিকে (শতকরা ৯ ভাগ) যদি অগ্রাহ্যও করা হয় (যেহেতু, আমি যদি সঠিক হই, আমাদের বাঙালিদের মধ্যে দশ শতাংশের মতো ত্রটি এড়ানো সম্ভব নয় বলেই ধরে নেওয়া হয়), তবু এই তথ্যটিকে অস্বীকার করা যায় না যে সিকি ভাগ (২৪ শতাংশ) উত্তরদাতা প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের কাজে দৃঢ়ভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

অপিচ, অসন্তোষ প্রকাশের যে ঝোঁকই থাকুক না কেন, এটা সত্য যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাজে অসন্তুষ্ট অভিভাবকদের সংখ্যা শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের সহায়িকাদের কাজে অসন্তুষ্ট অভিভাবকদের সংখ্যার চেয়ে তিনগুণ বেশি। এবং এটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিচালনার সম্পর্কে চিন্তার উদ্রেক করে।

দ্বিতীয়ত আমাদের সমীক্ষার দিনে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে গড়ে মাত্র ৫১ শতাংশ শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল, শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটি কিছুটা বেশি--৬৪ শতাংশ।

অনুপস্থিতির স্বাভাবিক কারণগুলি (যথা অসুস্থতা)-কে হিসেবের মধ্যে রেখেও এটা বলা যায় যে শেষোক্ত সংখ্যাটিও আদৌ আশাব্যঞ্জক নয়।

তৃতীয়ত এটাও কম দুঃখজনক নয় যে আমাদের সমীক্ষার দিনে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে ১৪ শতাংশ সহায়িকা অনুপস্থিত ছিলেন। এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনুপস্থিতির হার ছিল অধিক উদ্বেগজনক—২০ শতাংশ।

যদিও আমরা অনেক নিবেদিত শিক্ষক পেয়েছি, তবু বহু অভিভাবক আমাদের কাছে শিক্ষকদের অনুপস্থিতি সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন। এটি সেই সমস্ত বিদ্যালয়গুলিতে বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যেখানে শিক্ষকদের সংখ্যা একজন বা দুইজন। এর ফলে শিশুদের নিরাপত্তা পর্যন্ত বিঘ্নিত হতে পারে।

চতুর্থত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ঠিকমত কাজ না করার অন্য একটি নিদর্শন হল ব্যাপক গৃহশিক্ষকতার চল। যাদের সামর্থ্যে কুলায়, তারা সম্পূর্ণ গৃহশিক্ষকতার উপর নির্ভরশীল।

প্রাথমিক শিক্ষাদানের এই ভয়াবহ খামতিটি পূরণ করতে গৃহশিক্ষকতা যে একটি প্রধান ভূমিকা রাখে, তার প্রমাণ আমরা পাই শিশুদের শিক্ষা অর্জনের স্তরের একটি তুলনামূলক নিরীক্ষণ থেকে।

আমরা তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ৩৪টি শিশুকে যাচাই করে দেখেছিলাম, যাদের মধ্যে ২০ জন গৃহশিক্ষকের সাহায্য নেয় এবং ১৪ জন নেয় না। যারা তাদের নাম ঠিকমতো লিখতে পেরেছে তাদের মধ্যে শতকরা ৮০ শতাংশ গৃহশিক্ষকের সাহায্য নেয়, ৭ শতাংশ গৃহশিক্ষকের সাহায্যের থেকে বঞ্চিত।

আমরা সহজেই প্র্ন করতে পারি, তাহলে বিদ্যালয়ে তারা কী শেখে? সামগ্রিকভাবে শতকরা ৪৫ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী গৃহশিক্ষকের সাহায্য নেয়। এবং আমাদের নির্দিষ্ট প্রমাণ আছে যে যারা গৃহশিক্ষকের সাহায্য নেয় না, কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে, বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানে সন্তুষ্ট হয়ে তারা এটা করে তা নয়। তারা এটি আর্থিক বিকলাঙ্গতার কারণে করতে বাধ্য হয়। বেসরকারি বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এই হার ২৮ শতাংশ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এই হার ৫১ শতাংশ। নিশ্চিতভাবে, বেসরকারি বিদ্যালয়ে পাঠাতে যে অর্থব্যয় হয়, তা অভিভাবকদের গৃহশিক্ষকতার ব্যয় লাঘব করে।

এর ফলস্বরূপ প্রাথমিক শিক্ষা আর ব্যয়মুক্ত থাকে না। এটি সংবিধান কর্তৃক প্রদত্ত একটি মৌলিক অধিকার লঙঘন ছাড়া অন্য কিছু নয়। এবং এটি একটি অত্যন্ত বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা, যাতে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সকলের প্রতি সমান ব্যবহারের মৌলিক নীতিটি দরিদ্র ও স্বল্প সুবিধাপ্রাপ্ত পরিবারের শিশুদের স্বার্থের বিদ্ধে লঙ্ঘিত হচ্ছে।

৫. শ্রেণীবিভাজনের মাত্রা

গৃহশিক্ষকতার প্রয়োজনীয়তা থেকে স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থার অদক্ষতাই দৃষ্ট হয় এবং গৃহশিক্ষকতার বিষম ব্যবহার শ্রেণী ও আর্থিক সামর্থ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত অসাম্যকে উদঘাটিত করে। এছাড়াও অন্যান্য কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করেছি যেগুলি বিদ্যালয় শিক্ষার বর্তমান ব্যবস্থাটির অদক্ষতা ও অসাম্য উভয়কেই প্রদর্শিত করে।

প্রথমত গৃহশিক্ষকতার বিষম ব্যবহার আসলে সাংগঠনিক সমস্যাকে একটি মিশ্র ও জটিল রূপ দেয়। দরিদ্র এবং প্রায়শই নিরক্ষর পরিবারগুলির কোনো প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকার কারণে সেই সব পরিবারের শিশুদের পক্ষে বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থার সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

এইসব শিশুদের, বাড়িতে পড়া দেখিয়ে দেওয়া বা লেখাপড়ার উপর বিশেষ দৃষ্টিদান করার মতো কেউ থাকেন না। বস্তুত যেসব শিশুরা বর্তমানে বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ নিতে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করে (বাড়িতে পড়া দেখিয়ে দেবার মতো লোকের অভাব থাকার জন্য), তারাই দুঃখজনকভাবে প্রয়োজনীয় গৃহশিক্ষকের সহায়তা লাভ থেকেও বঞ্চিত থেকে যায়। এভাবে শ্রেণীগত সমস্যাগুলি বিদ্যালয় শিক্ষার ব্যর্থতার কারণে আরো বেশি প্রকট হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত সমীক্ষা করতে গিয়ে আমরা উদ্বেগের সঙ্গে এটা লক্ষ্য করেছি যে, শিক্ষকরা পশ্চাদপদ গোষ্ঠীর শিশুদের প্রতি মোটেই যত্নবান নন। এমনকি যে সমস্ত বিদ্যালয়ে তপশিলী জাতি ও জনজাতির শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি, শিক্ষকরা সপ্তাহের বিশেষ বিশেষ কিছু দিনে সেগুলিতে অনুপস্থিত থাকেন। (যার ফলে একটি বিদ্যালয়ে শনি, রবি, সোম কোনো ক্লাস হয় না) । এবং কখনও কখনও ক্লাসের সময় শিক্ষকদের ইচ্ছানুসারে কমে যায় (একটি ক্ষেত্রে শিক্ষক সকাল সাড়ে এগারোটায় আসেন এবং দুপুর দেড়টার মধ্যে চলে যান)। যেহেতু, সামগ্রিকভাবে শিক্ষকরা অন্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, পশ্চাদপদ গোষ্ঠীর অভিভাবকদের কাছে তাঁদের জবাবদিহি করার ভয় কম থাকে।

তৃতীয়ত এই পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর মধ্যে থেকে অত্যন্ত কম সংখ্যক অভিভাবকরা শিক্ষক-অভিভাবক কমিটিতে যুক্ত এবং গ্রাম শিক্ষা কমিটি -তে এই শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব অতি অল্প। যাদের অভিমত জনসমক্ষে প্রকাশ পাওয়া অত্যন্ত জরি, তাঁরাই মত প্রকাশের সুযোগ পান না। আমরা এরকম শিক্ষকদের সম্মুখীন হয়েছি, যাঁরা পশ্চাদপদ গোষ্ঠীর খাদ্যাভ্যাস নিয়ে ঘৃণাসূচক মন্তব্য করেছেন। ১৮টা বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি বিদ্যালয়ে তপশিলী জনজাতির শিক্ষার্থীদেরকে অন্য জাতির শিক্ষার্থীদের থেকে আলাদা করে বসতে দেওয়া হয়। যদিও পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে অনেকাংশে এই শ্রেণী-বৈষম্য ঘোচাতে সক্ষম হয়েছে, তবুও বিদ্যালয়ে এই শ্রেণী-বৈষম্য অত্যন্ত লজ্জাজনকভাবে উপস্থিত।

তবে এটাও সত্যি যে এই সমীক্ষা করতে গিয়ে আমাদের বহু নিষ্ঠাবান, বিবেকবান, শ্রেণী বৈষম্যের ঊর্ধ্বে উঠে শিক্ষকতা করছেন এরকম শিক্ষকদের সাথেও পরিচয় হয়েছে। তাঁরা অত্যন্ত সচেতন যে তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে সাথে এই উঁচু বেতন (৫,০০০ টাকা থেকে ১০,০০০ টাকা) ছাত্রদের সাথে তাঁদের সামাজিক দূরত্বের সৃষ্টি করছে। বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে শ্রেণী-বৈষম্যের যে সামগ্রিক ছবিটি আমাদের সমীক্ষায় বেরিয়ে এসেছে তা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক।

৬. নীতি নির্ধারণ

প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত কিছু সরকারী নীতির প্রতি অবিলম্বে ঐকান্তিক দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।

প্রথমত কাজের প্রতি শিক্ষকদের অবহেলাকে ঠেকাতে গেলে কেবলমাত্র নীতি বাক্য আওড়ালে চলবে না। প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তাও জরি। নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সংসদ, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সংঘ , ইত্যাদি সংগঠনগুলি শিক্ষকদের নানান অধিকার রক্ষার আন্দোলনে (বেতন বৃদ্ধি এবং ইচ্ছানুরূপ বদলি) সফল হলেও, সামাজিক কর্মক্ষেত্রে তাঁদের অত্যন্ত গুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা মাথায় রেখে এটা বলা যায় "অর্থনীতিবাদ"-এর ঊর্ধ্বে উঠে সংগঠনগুলিকে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যা বেতন পান তার একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশমাত্র শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের সহায়িকারা পেয়ে থাকেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বেশ ভালো অঙ্ক বেতন হিসেবে পান ও নিয়মিত রূপে পেয়ে থাকেন অন্যদিকে শিশুকেন্দ্রের সহায়িকারা তাঁদের সামান্য বেতনও নিয়মিতভাবে পান না বলে আমরা জানতে পারি। একটি বিশেষ পেশার মানুষ হিসেবে শিক্ষকরা এবং তাদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনগুলিকে বৃহত্তর দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হবে।

দ্বিতীয়ত দেখা যাচ্ছে যে, বিদ্যালয় পরিদর্শন হয় অকার্যকরী অথবা অত্যন্ত অনিয়মিত হয়ে উঠেছে। আমরা যে সমস্ত বিদ্যালয়ে সমীক্ষা করেছি, তাদের মধ্যে অনেক বিদ্যালয়ে গত এক বছরে একবারও কোনও রকম পরিদর্শন হয়নি। আমরা একটি জেলার প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতির সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি যে এরকম অনেক বিদ্যালয় আছে যেখানে দু-তিন বছরের মধ্যে একবারও বিদ্যালয় পরিদর্শন হয়নি। আমরা পরিদর্শকের সাথে কথা বলতে গিয়ে তাঁদের মধ্যে গভীর হতাশা লক্ষ করেছি এবং তাঁদের মধ্যে অনেকে শিক্ষক সংগঠনগুলির ভয়ে তটস্থ থাকেন। এই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন দরকার।

তৃতীয়ত গৃহশিক্ষকতার সমস্যাকে আপসহীনভাবে দূর করতে হবে। বিদ্যালয়গুলির নিম্নমানের কারণে এটি রাতারাতি করা সম্ভব নয়। ক্ষমতাবান ও অবস্থাপন্ন পরিবারের শিশুদের জন্য প্রাপ্ত গৃহশিক্ষকতার সুযোগ গ্রহণের নিরাপত্তা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিজের কাজ ঠিকমতো না করার ঝোঁকটি বাড়িয়ে তোলে; সঙ্গে সঙ্গে গৃহশিক্ষকদের থেকে প্রাপ্ত নিরাপত্তার কারণে স্বচ্ছল পরিবারের শিশুরা অসন্তোষ প্রকাশ করে না।

একটি পাপ আরেকটি পাপের জন্ম দেয়। গৃহশিক্ষকতার বৈষম্য শুধুমাত্র একটি দুর্বল, অদক্ষ বিদ্যালয় ব্যবস্থার প্রতিফলনই ঘটায় না, এটি এই অপটুতাকে বাড়াতে আরো সাহায্য করে। এই বিষয়টি গুত্ব সহকারে চিন্তার দাবি রাখে এবং পরিদর্শক (যাদের মধ্যে অনেকেই খানিকটা সন্ত্রস্ত অবস্থায় আছেন) গোষ্ঠীকে নিয়ে একটি

সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মপদ্ধতির দাবি করে।

চতুর্থত একটি উৎসাহবর্ধক ব্যবস্থা হিসেবে অভিভাবক-শিক্ষক কমিটিগুলিকে আইনী অধিকার দেওয়া। আইনগতভাবে তাঁদের এতটুকু ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে, যাতে কমিটিগুলি বিদ্যালয়ের নবীকরণকে শর্তসাপেক্ষ করতে পারে। অভিভাবক-শিক্ষক কমিটি একটি বিদ্যালয় নিয়েই গঠিত হয়ে থাকে, তুলনায় গ্রাম শিক্ষা কমিটি -র কাজ নির্দিষ্টভাবে বিদ্যালয় বিশেষের প্রতি অর্পিত নয়। বিদ্যালয়ভিত্তিক নির্দিষ্ট কর্মসূচী সম্পন্ন অভিভাবক-শিক্ষক কমিটিগুলিকে বিদ্যালয় পরিচালনার বিশেষ ভূমিকা প্রদান করে বিদ্যালয় পরিচালনায় একটি নতুন প্রয়াস শু করা যেতে পারে।

এটিকে ফলপ্রসূ করার জন্য একটি দৃঢ় নির্দেশাবলী দরকার যাতে সমস্ত শ্রেণীর মানুষরা কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন এবং যাতে সিদ্ধান্তগুলি প্রকৃত সভায় সর্বজনস্বীকৃত হতে পারে, ভুতুড়ে সভায় নয়। আমি অত্যন্ত সচেতন যে পূর্বে অভিভাবক-শিক্ষক কমিটি কখনও এরকম ভূমিকা পালন করেনি কিন্তু এগুলিকে নতুনভাবে সক্ষম করে তোলার একটা নিশ্চিত সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে এটি হয়ত একটু বেশি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ বলে মনে হতে পারে। তবে আমাদের সমীক্ষার ফলাফল এই ধরনের পদক্ষেপের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। অন্ততপক্ষে বৈপ্লবিক সংস্কারের জন্য অপেক্ষমান প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থার চিহ্নিত সমস্যাগুলির একটি নিদান হিসাবে এরকম একটি ব্যবস্থা বিবেচিত হবার যোগ্যতা রাখে।

পঞ্চমত আমাদের সমীক্ষার থেকে বেরিয়ে আসা তথ্যের মধ্যে একটি হচ্ছে শিক্ষকদের তুলনায় শিক্ষিকাদের সাফল্যের মাত্রা। কেবলমাত্র শিশুশিক্ষাকেন্দ্রগুলিতেই নয়, শিক্ষিকারা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতেও তাঁদের আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে সফল হয়েছেন। তিনটি জেলার নমুনা থেকে পাওয়া যাচ্ছে যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠরত শিশুদের পিতামাতাদের শতকরা ৮৩ ভাগ শিক্ষিকাদের "অধিক যত্নশীল" বলে মনে করেন। নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি মাথায় রাখা অত্যন্ত গুত্বপূর্ণ।

ষষ্ঠত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পরিকাঠামোগত অভাব বহুক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়। আমরা যে আঠারোটি বিদ্যালয়ে সমীক্ষা চালিয়েছি তাদের মধ্যে একটির কোনও বাড়িই নেই। তাদের মধ্যে আটটি স্কুল এরকম যে চারটি ক্লাস চালাবার জন্য তাদের মাত্র দুটি করে শ্রেণীকক্ষ আছে। এই সমস্যা দূরীভূত করা আশু প্রয়োজন। বহু বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেই আর্থিক অপ্রতুলতা একটি বড় সমস্যা।

সপ্তমত যদিও শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের পরিচালনা অনেক কম ব্যয়সাপেক্ষ এবং তুলনামূলকভাবে সফল, শিশু শিক্ষাকেন্দ্র ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে যে বৈষম্য তা গভীর উদ্বেগের জন্ম দেয়।

এটি কেবলমাত্র শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের সহায়িকা (যাঁদের অনেকে এ বিষয়ে সরব হয়েছেন)-দের কথা ভেবেই নয়। এটি এতদিন পর্যন্ত অব্যবহৃত একটি উৎসকে (সহায়িকারূপে) ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। তবে শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের অন্যান্য অসুবিধাগুলি দূর করা দরকার। অসুবিধাগুলি হল সহায়িকাদের অনিয়মিত বেতন, শিক্ষার্থীদের জন্য অন্যান্য সুযোগ সুবিধা (শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র বিনামূল্যে বই পায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অন্যান্য সুযোগ, সুবিধা এরা পায় না)। শিশু শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে পঠন-পাঠনের সুবিধার অভাব, মধ্যাহ্ন আহার বা অন্য কোনো প্রকার খাবার ব্যবস্থা না থাকা। (আমরা কিছুক্ষেত্রে দেখেছি যেখানে অভিভাবকরা অঙ্গনওয়াড়ীর বন্টিত খাবার থেকে বঞ্চিত হবার আশঙ্কায় শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠাচ্ছেন না)। শিশু শিক্ষাকেন্দ্র একটি সফল প্রয়াস তবে আর একটু যত্ন নিলে এবং অর্থব্যয় করলে এটি অধিক সফল হতে পারে। এরকম ব্যয় শিশুদের স্বার্থ রক্ষা করে (শিশুদের জন্য আহারের ব্যবস্থা করা নিশ্চিতরূপেই বিভিন্নভাবে উপযোগী প্রমাণিত হবে)।

অষ্টমত মধ্যাহ্ন ভোজন প্রকল্পটি নামেই মধ্যাহ্ন ভোজন। এটি মধ্যাহ্ন বা আহার কার সাথেই সম্পর্কিত নয়। বস্তুত কোনও রান্নার ব্যবস্থাও নেই। এই প্রকল্পে বলা আছে যে, যে বাচ্চারা নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসবে (উপস্থিতির হার শতকরা ৮০ ভাগ) তারা মাসে ৩ কেজি করে চাল পাবে। তবে এই প্রকল্পটি সাধারণত ত্রটিপূর্ণভাবে চলে। আর একটু অর্থব্যয় করে যদি বাচ্চাদের প্রকৃত মধ্যাহ্ন আহার দেওয়া হয় তাহলে বাচ্চাদের পুষ্টিও হবে এবং এই প্রকল্পটি অনেক দুর্নীতি ও ত্রুটি থেকে মুক্ত হবে।

আমরা এই সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছি যে যাদের মাত্র দিনে একবার খাওয়া জোটে, তারা শুধু অস্বাস্থ্যে ভোগে তা-ই নয় অপুষ্টি ও ক্ষুধার পীড়নে ঠিকমতো বিদ্যালয়েও আসতে পারে না।

একটি প্রকৃত মধ্যাহ্ন আহার (তথাকথিত ক্সMid-day-mealক্স নয়) ছাত্রদের বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে প্রভূত উৎসাহ প্রদান করবে। (আগেই আমরা বলেছি যে আমাদের সমীক্ষার দিনে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল শতকরা ৫১ ভাগ) এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার উন্নতিতে সুদূরপ্রসারী ফলদায়ক এই বাড়তি খাদ্য পরিমাণের দিক দিয়ে আদৌ বেশি নয় ।৪

উপসংহার

যদিও উল্লেখ করা যেতে পারে আমাদের এই বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কিত আলোচনা বিশেষ এলাকায় সীমাবদ্ধ, কিন্তু চিহ্নিত সমস্যাগুলির একই রকম প্রকৃতির কথা মাথায় রাখলে যেটা সুস্পষ্ট হয় তা হল পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা।

যে প্রস্তাবগুলি রাখা হয়েছে (যথা মধ্যাহ্ন আহার প্রকল্প তার বর্তমান ত্রুটিপূর্ণ ও দুর্নীতিপ্রবণ রূপ থেকে মুক্ত করে, প্রকৃতভাবে অর্থবহ করে তোলা)। তাদের মধ্যে কতকগুলি মূলত সাংগঠনিক। অন্যান্যগুলি মৌলিক নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। শ্রেণী বিভাজনের বিষয়টি অধিক গুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা এবং সরকারি কর্মচারীদের (যাদের সমাজের নিচুতলার মানুষদের সেবা করার কথা) দায়িত্ব পালনে বাধ্য করা এর মধ্যে পড়ে।

নিচুতলার শিশুদের অধিকার হননকারী শ্রেণী বিভাজনের কঠিন বাধাকে দূর করা অত্যন্ত দরকারি। এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন ভূমিসংস্কার ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মতো ক্ষেত্রগুলিতে ইতিমধ্যেই দৃশ্যমান প্রতিবন্ধতাগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

সাম্প্রতিক উদ্ভাবনমূলক পদক্ষেপ হিসাবে শিশুশিক্ষাকেন্দ্র যথেষ্ট কার্যকরী হয়েছে; তবে কেন্দ্রগুলি আরো সুপরিচালিত হওয়া দরকার। কেন্দ্রগুলিকে আরো কার্যকরী ও সমতামূলক করে গড়ে তুলবার জন্য সৃষ্টি ত্রুটিগুলি দূর করা দরকার। শিশুরা নিঃশুল্ক শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। বিশেষত শিক্ষাব্যবস্থা গৃহশিক্ষক-নির্ভর হওয়ায়। শুধুমাত্র যাদের সামর্থ্য আছে তারাই একমাত্র বিদ্যালয়ে যেতে পারবে। এই সমস্যা সারা ভারতে দেখা যায় এবং পশ্চিমবঙ্গের সমাধানমূলক পদক্ষেপগুলি সারা ভারতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্পদের আয়োজন সঠিক বণ্টন করা যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি সমান্তরালভাবে এটাও গুত্বপূর্ণ যে এই সম্পদ নিয়োজনের জন্য সমতাপূর্বক ও কার্যকর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ। এই শিক্ষকদের ক্ষেত্রে (যাঁরা আজ আর শোষণমূলক বেতন পান না) একটি আমূল পরিবর্তিত সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা এই সংস্কারের মূল অঙ্গ।

দায়িত্ব এবং পুরস্কার পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। এটা নজর দেওয়া অত্যন্ত জরি যে শিক্ষকরা যাতে ছাত্রছাত্রীদের এক সামাজিক অর্থনৈতিক দূরত্ব বজায় রেখে একটি নতুন সুবিধাভোগী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত না হয়ে পড়েন।

সংহতি আংশিকভাবে রাজনৈতিক ও অঙ্গীকার নির্ভর হলেও এটি প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থাপনার সাথে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। আমাদের এই দুই দিকেই নজর রাখতে হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই অনুসন্ধানের প্রারম্ভিক ফলাফল পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা ও তার প্রসারের ক্ষেত্রে কতকগুলি প্রধান সমস্যার দিকে নির্দেশ করে যেগুলি অতি অবশ্য শীঘ্রতার সঙ্গে সমাধানের পথ খুঁজতে হবে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com